যুগান্তর

তারিখ 16 MAY 2010
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

সিলেট পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের ধারালো অস্ত্রের মহড়া : গুলি

ছাত্রী লাঞ্ছনার কথিত অভিযোগ

সিলেট-ব্যুরো/দক্ষিণ সুরমা প্রতিনিধি

সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা পুলিশের সামনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছে। এ সময় ব্যাপক ইটপাটকেল নিক্ষেপের পর পাল্টাপাল্টি ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটে। তাদের হামলায় গুরুতর আহত হয় ২ ছাত্র। হুমকি দেয়া হয় সাংবাদিকদের। ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছিত ও ধর্ষণের অভিযোগ তুলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদানের সময় শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। একই অভিযোগে এলাকাবাসীর ব্যানারে স্থানীয় লোকজন মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোডে। এদিকে পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও কথিত ভিকটিম ও ভিকটিমের পরিবারের দাবি— এ ধরনের লাঞ্ছনা বা ধর্ষণের কোন ঘটনাই ঘটেনি ক্যাম্পাসে। ছাত্রলীগের দাবি, ক্যাম্পাস দখল ও আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যেই প্রতিপক্ষ এমন জঘন্য অপবাদ ও অভিযোগ তুলেছে। ছাত্রদল ও শিবিরের চক্রই এমন জঘন্য অপপ্রচারের হোতা। শনিবার বেলা ১১টায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে একদল ছাত্র দক্ষিণ সুরমার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এরপর তারা ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগ তুলে অধ্যক্ষ বরাবরে স্মারকলিপি দেয়। মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কম্পিউটার তৃতীয় বর্ষের ছাত্র পীর মেহেদি মোঃ রাজ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুলতান আহমদ, শফি আহমদ ও মোশাররফ করিম রনি। বক্তারা ছাত্রী লাঞ্ছনাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডার সৈকত চন্দ্র রিমির গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেন। এদিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদানের খবর পেয়ে উত্তেজিত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মহড়া : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সিলেট পলিটেকনিকে ধারালো অস্ত্র হাতে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের মহড়া

যুগান্তর

মহড়া : সিলেট পলিটেকনিকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সুরমা ছাত্রাবাসে ইটপাটকেল, ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংগঠিত হয়। একপর্যায়ে তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদানকারী ছাত্রদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। এ সময় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হলে এতে আহত হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র তায়েফ ও কম্পিউটার অষ্টম পর্বের ছাত্র আসাদুজ্জামান শোয়েব। একপর্যায়ে ছাত্রলীগ ক্যাডার মিজান, রাসেদুল ও মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করলে মিছিলকারীরা পালিয়ে যায়। এ সময় ক্যাম্পাসে ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি হয়। মিছিলকারীরা পালিয়ে যাওয়ার পর ক্যাম্পাসে ধারালো অস্ত্রসহ প্রায় আধ ঘণ্টা মহড়া দেয় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের মহড়া ফিল্মি স্টাইলে হলেও কোন অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। ক্যাম্পাসে [illegible] এ ঘটনার সময় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোডে এলাকাবাসীর ব্যানারে স্থানীয় লোকজন মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিলেও পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ব্যানারসহ অন্যত্র চলে যান। এ ব্যাপারে সিলেট কোতোয়ালি থানার ওসি মোহাম্মদ আলী বলেন, পুলিশের প্রকাশ্য ও গোপন তদন্তে ধর্ষণ বা লাঞ্ছিত হওয়ার কোন প্রমাণই পাওয়া যায়নি। অধ্যক্ষ শরৎ কুমার বসু বলেন, বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে কেউই অভিযোগ করেনি। আক্রান্ত ছাত্রী, অভিভাবক বা অন্য কেউই অভিযোগ করেনি। তারপরও একটি পত্রিকায় যখন খবর বেরিয়েছে তাই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আজ (গতকাল) একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকা হয়েছিল। এতে এ ধরনের অপকর্মের কোন অভিযোগ বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে ছাত্রীকে ঘিরে এমন আলোচনা সেই ছাত্রীর পক্ষে তার পিতা লিখিত প্রতিবাদ করেছেন। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হাজী রইছ আলী বলেন, ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনা সঠিক নয়। যে ছাত্রীকে ভিকটিম বানিয়ে এই কাহিনী সেই ছাত্রী যুগান্তরকে নাম প্রকাশ না করে বলেন, আমি পত্রিকায় খবর প্রকাশের কথা শুনে বিস্মিত! ছাত্রীর পিতা নাম, ঠিকানা প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ষড়যন্ত্রীরা আমার মেয়েকে বলির পাঁঠা বানিয়ে তাদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত পলিটেকনিক ছাত্রলীগের আহ্বায়ক দাবিদার সৈকত চন্দ্র রিমি বলেন, আমি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। আমাকে ফাঁসাতে গিয়ে বসে গল্প করা, কথা বলার বিষয়টিকে ধর্ষণ বলে প্রচার করে। ক্যাম্পাসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সংবাদপত্রে ছাত্রী লাঞ্ছনার ব্যাপারে বক্তব্য প্রদানকারী মেকানিক্যাল বিভাগের শিক্ষক আবদুর রউফ জামায়াতের নীরব সমর্থক। তার স্ত্রী জামায়াতের রোকন। তাছাড়া ওই ক্যাম্পাস দখলে নিতে দীর্ঘদিন ধরে মরিয়া ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। বৃহস্পতিবার সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছনা ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে একদল ছাত্র দাবি করে।